"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে জানী-জাননহার অর্থাৎ সর্বজ্ঞাতা যদিও বলা হয় কিন্তু প্রত্যেককে নিজের সমাচার অবশ্যই দিতে হবে, সমাচার দিলেই বাবা সতর্ক করে দিতে পারবেন"

*প্রশ্নঃ - অসীম সৃষ্টিকে স্বর্গ বানাতে হবে, এর জন্য সেন্সিবল বাচ্চাদের কর্তব্য কি ?

*উত্তরঃ - প্রত্যেকের যথার্থ খবরাখবর বাবাকে প্রদান করা। বাবাকে সঠিক সমাচার দিলে বাবা শিক্ষা দেবেন যে তোমাদের ভিতরে এই ভূত আছে, যার জন্য ডিসসার্ভিস হয়। নিজের আচরণ ঠিক করো। দেহ-অভিমানের ইচ্ছে গুলি ত্যাগ করো। অসীম সৃষ্টিকে স্বর্গ বানাতে হবে তাই সকলের প্রতি বাবার এই দৃষ্টি থাকে যে সবাইকে জ্ঞান দান করো, বিশেষ ভাবে গরিবদের প্রতি ধ্যান দিতে হবে ।

*গীতঃ- আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন যিনি, আমার হৃদয় তাঁকে ধন্যবাদ জানায়...

ওম্ শান্তি । যারা ভালো পুরুষার্থী নিশ্চয় বুদ্ধির যারা, তারা তো বোঝে যে, যথাযথভাবে পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁর বন্দনা করা হয়, তাঁরই মহিমা করা হয়। যারা অতীতে ছিলেন তাঁদেরই মহিমা গাওয়া হয় তাঁদের কর্তব্যের আধারে। মানুষ তাদের কারোর মহিমা জানে, কারোর জানে না। তোমরা বাচ্চারা সকলের মহিমা জানো। বাবাকে বলা হয় জানী জাননহার অর্থাৎ সর্বজ্ঞাতা, কিন্তু এর অর্থ বাচ্চারা পুরোপুরি বোঝে না। অনেক বাচ্চারা ভাবে আমাদের অন্তরের কথা তো বাবা জানবেন নিশ্চয়ই । আমরা আর কি লিখবো, কিন্তু সেই কথা ভুল। বাবা হলেন এক। অসংখ্য বাচ্চাদের সঙ্কল্প রিড করবেন নাকি ! বাবা তো এখানে আসেন, এসে টিচার রূপে পড়ান। তখন ভাবে উনি পড়ান কীভাবে ? নিশ্চয় বুদ্ধি আছে কি ? এমন নয় সেখানে পরমধামে বসে এই চিন্তন চলে। এইরূপ চিন্তা করা বাচ্চাদের ভুল ভাবনা। বাচ্চারা লেখে বাবা আমরা কি খবর লিখব, আপনি তো সব কিছু জানেন। কিন্তু তা নয়। নিজের আচরণের, পড়াশোনার সমাচার দিতে হবে টিচারকে ধ্রু ব্রহ্মা। পোস্ট অফিসের দ্বারা জিজ্ঞাসা করতে হবে। এমন নয় আপনি তো সবই জানেন। আমরা বাবার কাছ থেকে কোনও কিছু লুকাতে পারি ? কখনোই না। তাহলে সেটাকে বলা হবে অন্ধ শ্রদ্ধা। বাবাকে ব্রহ্মার দ্বারা সমাচার দিতে হবে । অনেক প্রকারের বাচ্চা রয়েছে, তাইনা। প্রত্যেককে নিজের সমাচার দিতে হবে। তাই প্রত্যেক সেন্টারে জিজ্ঞাসা করা হয় - ১২ মাস যারা এসেছে রেজিস্টারে তাদের নাম ও পেশা লিখে পাঠাও। যদি বাবা জানবেন তাহলে জিজ্ঞাসা করবেন কেন ! যা ওঁনার জানা দরকার তা এনাকেও জানা উচিত। ধ্রু তো এনার দ্বারাই তাইনা। ট্রাঙ্ক কলও তো ধ্রু হয়, তাইনা। অপারেটর চাইলে তো সব শুনতে পারে, কিন্তু নিষেধ করা থাকে। চাইলে শুনতে পারে। তাদের কাছে আওয়াজ পরিষ্কার আসে। সুতরাং এখানেও প্রত্যেককে নিজের খবর বলতে হবে। মাঝখানে কেউ যাতে না জানতে পারে তারজন্য বি.কে. নির্দিষ্ট থাকে, খবর দেওয়ার জন্য। যারা জ্ঞানে পরিপক্ক অনন্য বাচ্চারা আছে - তাদের কাজ হল সম্পূর্ণ সমাচার দেওয়া। প্রত্যেককে কারখানার খবর দিতে হবে। যারা সেন্সিবল বাচ্চা তারা লেখে, তখন বাবা শিক্ষা প্রদান করবেন। নাহলে আচরণ পরিবর্তন হবে না। সম্পূর্ণ গুণ ধারণ করে না। দেহ-অভিমান অনেক আছে। ইচ্ছা অনেক, দেহ অহংকারের। সেন্সিবল বাচ্চারা দ্রুত সংবাদ প্রদান করে যে, এই এই কারণ, যার ফলে ডিস সার্ভিস হয়। বাবা সতর্ক বাণী দেবেন এই ভূত ইত্যাদি দূর করো, নাহলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

বাবা অসীম জগতের সৃষ্টিকে স্বর্গে পরিণত করেন, সবার জন্য এই দৃষ্টি থাকে যে এদের উদ্ধার হোক। গরিবদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকে। দান সদা গরিবদের করা হয়। গরিব মানুষই নিমিত্ত হয়েছে । রাজত্ব স্থাপনা হচ্ছে। প্রজা তো অনেক থাকে। যখন ব্রিটিশ সরকার ছিল তখন বরোদা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি স্থানের রাজত্বে - এক রাজা, এক রানী আর বাকি প্রজা ছিল। কারো ২০ লক্ষ প্রজা, কারো ৩০ লক্ষ প্রজা.... ক্রম অনুযায়ী ছিল। তখন রাজদরবারে সব রাজাদের নিমন্ত্রণ পাঠানো হত। দরবারে ক্রম অনুসারে বসার আয়োজন থাকতো। মহারাজাদের লাইন আলাদা, রাজাদের আলাদা, রায় বাহাদুর, রায় সাহেব ইত্যাদি অনেক টাইটেলধারী থাকতো ক্রম অনুসারে। এখানেও এমন আছে। উঁচু থেকে উঁচু বাবা তাঁর প্রতি সবাইকে রিগার্ড রাখতে হবে। এক বাবা এসে প্রত্যেক কল্পে ভারতকে হেভেন বানান। ভারতবাসী বাবাকে কটু কথা বলে। সতোপ্রধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃ স্টেজে নামতে অবশ্যই হবে। অতএব উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান , তাঁর সঙ্গে কানেকশন রাখেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর সূক্ষ্মবতনবাসী। বৃক্ষের পরিচয় তো থাকা উচিত তাইনা। বাবাকেই এই বৃক্ষের নলেজফুল বলা হয়। অন্য কারও কাছে এই নলেজ নেই। সুতরাং উঁচু থেকে উঁচু হলেন বাবা, পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। তারপরে প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগৎ অম্বা - মাতা পিতা হলেন বিখ্যাত। জগৎ অম্বা সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা । তারও

একটা নাম থাকা উচিত। কেউ অম্বা বলে, কেউ কালী, কেউ সরস্বতী বলে। অনেক নাম রেখে দিয়েছে। ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং পরে বি.কে. সরস্বতী। দেখানো হয় সরস্বতীর কাছে বীণা রয়েছে। সর্ব প্রথমে মুখ্য হলেন গডেজ অফ নলেজ। যেমন এনাকে জ্ঞানের মুরলী প্রদান করা হয়েছে, ওনাকে বীণা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে মুখ্য গডেজ অফ নলেজ সরস্বতী, জগৎ অম্বা। কোন্ নলেজ ? কে প্রদান করেছেন ? জ্ঞানের সাগর দিয়েছেন। জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে ব্রহ্মা জ্ঞান অর্জন করেছেন পরে বাচ্চারা করেছে। সরস্বতী পরে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী থেকে রাজ-রাজেশ্বরী হন। তৎত্বম্ (সেই মতো তোমরাও হও)। ব্রহ্মা আর সরস্বতী দুজনেই হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। ঈশ্বরের কাছে সহজ রাজযোগের জ্ঞান প্রাপ্ত করে রাজত্ব পেয়েছেন। তৎত্বম্। লক্ষ্মী নারায়ণ একজন হবেন না। এই রাজত্ব স্থাপনা হচ্ছে। কতো কতো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছে, তারা পড়াশোনা করছে, তারপর তারা পূজ্য রাজা রানী হবে। পুনরায় সতোপ্রধান থেকে সতঃ স্টেজে আসতে দুই কলা বা কোয়ালিটি কম হয়ে তারপরে রজঃ তমঃ স্টেজে এসে পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায়। নিজেরাই পূজ্য ছিল, নিজেরাই পূজারী হয়েছে। এই কথা পরমাত্মার বিষয়ে বলা হবে না। তিনি পূজারী হবেন কীভাবে ? আমরা রজঃ তমঃ স্টেজে এসে পূজারী হই। বাবা বুঝিয়েছেন - বাস্তবে ধর্ম শাস্ত্র হল ৪-টি, মুখ্য হল শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল মাতা পিতা। বাকি হল তাঁর সন্তান - ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম গুলি। উচ্চ থেকেও উচ্চ হল গীতা তারপরে ইসলামীদের শাস্ত্র। ধর্ম স্থাপনার মুখ্য শাস্ত্র এটি। সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতা ধর্ম, তাদের শাস্ত্র হল গীতা। এই ধর্মের স্থাপক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি জ্ঞানের সাগর। অবশ্যই তাঁকে উঁচুতে স্থান দেওয়া উচিত। বাকি হল বংশধর। দেবী-দেবতাদেরই মুখ্য বংশধর। তারপরে ইসলামী, বৌদ্ধিদের বংশ। উঁচু থেকে উঁচু তো হলেন একমাত্র বাবা। রিলিজিয়াস কনফারেন্সে আগে তো উচ্চ থেকেও উচ্চকে রাখা উচিত। সেই ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে, যা পুনরায় এখন স্থাপন হচ্ছে। স্থাপনা করছেন পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন নিরাকার, অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনার কার্য করাচ্ছেন। গায়নও আছে পরমপিতা পরমাত্মা, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। এমন বলা হয় না যে, কৃষ্ণ, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। পরম পিতা পরমাত্মা, ব্রহ্মার মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন পরে সে-ই ব্রাহ্মণ সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হয়। অর্থাৎ সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা হলে দেবী-দেবতা ধর্মের বংশধর। তোমরা জানো আমাদের পরে পুনরায় সেকেন্ড নম্বর বংশ ইসলামীদের হবে, তারপরে বৌদ্ধিদের। এই ভাবেই বৃদ্ধি হবে। এই সব কথা বুদ্ধিতে ধারণ হওয়া উচিত। যা পাস্ট হয়ে গেছে সেসবের শাস্ত্র বানানো হয়েছে। এখন যা কিছু হচ্ছে ড্রামা শ্যট হয়ে চলেছে। পুনরায় পরের কল্পে রিপিট হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার অ্যাকশন শ্যট হচ্ছে। পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে তোমাদের এই অ্যাক্ট চলবে। এইসব হল খুব বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন শিববাবা তারপরে জগৎ অম্বা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং তার সন্তান। ৩ ভাই তো আছে কিন্তু দেবী-দেবতা ধর্ম রূপী বড় ভাই তো নেই। প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। থাকবে না যখন তখনই নিশ্চয়ই সেই ধর্মের পুনরায় স্থাপনা হবে এবং বাকি ধর্ম গুলির অবসান হয়ে যাবে। দেবী-দেবতা ধর্ম থাকলে অন্য ধর্ম রূপী ভাই থাকে না। এইসব পরে হয়। একমাত্র বাবা হলেন রচয়িতা আর একটাই হল রচনা (পৃথিবী একটাই, সেটাই কখনো স্বর্গ কখনো নরক হয়)। বাবা বলেন আমি পুনরায় রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করতে এসেছি। তোমরা জানো বিনাশের জন্য এই মহাভারতের যুদ্ধ অপেক্ষা করছে।

তোমরা বাচ্চারা ড্রামাকে খুব ভালো ভাবে জানো। এইসব হল পড়াশোনার বিষয়। এখানে এমন জিনিস নেই যে চোর এসে কিছু সোনা ইত্যাদির লুট করবে। এ হল পাঠশালা। পাঠশালায় বইপত্র, ম্যাপ ইত্যাদি থাকে। এও হল পাঠশালা। এই হল ম্যাপ। ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই। চোর এসে কি করবে ! কোনো জিনিস তো নেই। যদিও গায়ন আছে কারো সম্পদ ধুলোয় মিশে যাবে, কারওর রাজা গ্রাস করবে...। বাবা বোঝাচ্ছেন, যতই লক্ষপতি, কোটিপতি, মাল্টিমিলিনিয়র হোক, সব ধন সম্পদ ছাই হয়ে যাবে। তোমাদের হল প্রকৃত অর্থে উপার্জন। সবচেয়ে মাল্টি মিলিনিয়র হলে তোমরা। তোমরা নিজের উপার্জন রাশি সঙ্গে নিয়ে যাবে। তোমরা জানো আমরা সব কিছু স্বর্গে ট্রান্সফার করি। বাচ্চারা বাবাকে বলে - বাবা আমাদেরকে স্বর্গে দেবেন। সুদ সমেত, কড়ির পরিবর্তে হীরা দেবেন। বুঝবার মতো কথা। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কর্তব্য কর্ম পালন করতে হবে, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। মানুষ অনেক খরচ করে। ঋণ নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে যায়। সেইসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এইসবও হল অনাদি। পতনের জন্য কিছু কারণ তো চাই তাইনা। তমোপ্রধান স্টেজে নামতেই হবে, তবে তো আমি এসে বোঝাবো যে, তোমরা আমার কত গ্লানি করেছো, তাই দুর্গতি প্রাপ্ত করেছো। পুনরায় সেইভাবেই চলবে যেমন কল্প কল্প চলেছ। জ্ঞান ও ভক্তি। যখন সম্পূর্ণ দুর্গতি হয়ে যায় তখন সকলের সদ্গতি করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। এই জপ ইত্যাদি করতে করতে কলা বা কোয়ালিটি কমেছে। পুরোপুরি কালো হয়ে যায় তখন রাতের পরে দিন আসে। এই সম্পূর্ণ ড্রামা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। যারা জ্ঞান অর্জন করে না তারা শুধু দেখেই বাঃ বাঃ করে। বাইরে বেরোলেই শেষ হয়ে যায়। এত প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে, একজনও নিশ্চয়বুদ্ধি হয়নি। যদিও আসে বুঝবার জন্য কিন্তু নিশ্চয় বুদ্ধি একজনও নয়। মায়া পুরো নিশ্চয় স্থিতিতে স্থির থাকতে দেয় না। যেমন বন্ধন যুক্ত গোপীকারা (কুমারীরা) ঘরে বসে লেখে - বাবা আমরা তো আপনার হয়েছি, আপনাকে জেনেছি। আমরা তো

হলাম আপনার। মরণ স্বীকার করবো তবু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো না। বন্ধনে আছি তাই আসতে পারি না। পরমাত্মার একটুখানি স্পর্শে কেমন বাইরে বেরিয়ে আসে। আবার অনেকের জন্য ১০-২০ বছর মাথা ঘামানোর পরেও কিছুই বোঝে না। বাবা এই সময় ২১ জন্মের প্রাণ দান করেন। কালের উপরে বিজয় লাভ করান। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। অতএব বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত, দান করা উচিত। অন্যদের জীবন হীরে তুল্য বানাতে হবে। যদিও নিজস্ব ভাগ্য আছে তবুও মুরলী তো নিশ্চয়ই পড়া উচিত । মুরলী তো সব স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। একদিন অনেক ভাষায় মুরলী রিলিজ হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের উন্নতির জন্য নিজের আচরণ ও অধ্যয়নের বিষয়ে প্রকৃত সত্য সমাচার বাবাকে দিতে হবে। নিজের ও সকলের জীবন হীরে তুল্য বানাতে হবে।

২) গৃহস্থে থেকে সর্ব কর্ম কর্তব্য পালন করে, শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণ ভাবে চলতে হবে। বুদ্ধিমান হয়ে নিজের সবকিছু স্বর্গের জন্য ট্রান্সফার করতে হবে।

বরদানঃ- বাবার ছত্রছায়ার নীচে সদা সেফটির অনুভবকারী সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব

যেমন স্থূল দুনিয়ায় রোদ বা বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে ছত্রছায়ার আধার নিয়ে থাকি, ওটা হল স্থূল ছত্রছায়া আর এ হল বাবার ছত্রছায়া, যা আত্মাকে সব সময় সেফ রাখে। কোনও রকমের আকর্ষণ তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। হৃদয় দিয়ে বাবা বলা আর সেফ হওয়া। যেমনই পরিস্থিতি আসুক ছত্রছায়ার ভিতরে যে থাকে সে সদা সেফটি অনুভব করে। মায়ার প্রভাবের আঁচ বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে না।

স্লোগানঃ- এমন স্বরাজ্য অধিকারী হও যাতে অধীন ভাব সমাপ্ত হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;